তারিখ ... 12 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

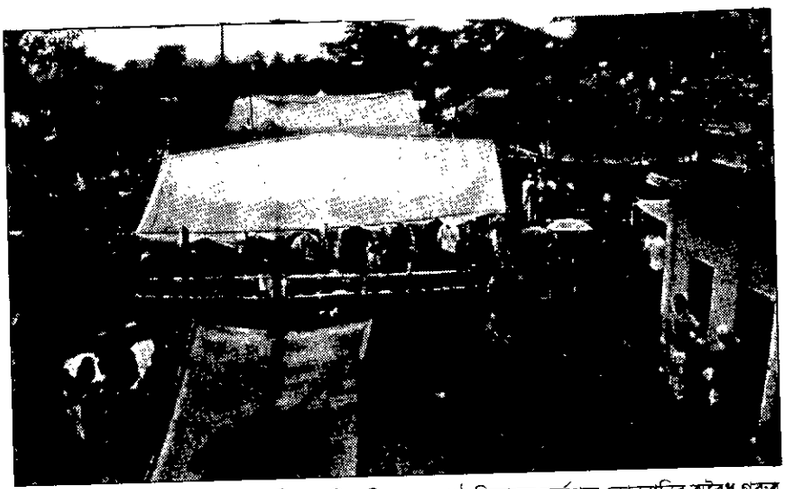

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার শিয়ালকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোরবানির অবৈধ গরুর হাট বসিয়ে ভাড়া আদায় করছে যুগান্তর

বিদ্যালয়ের মাঠে গরুর হাট স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থীরা!

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার শিয়ালকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে কোরবানির পশুর হাট বসিয়েছে। এ জন্য ক্লাস বন্ধ করে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরও এই হাটে টাকা ওঠানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

শনিবার হাটের দিন সরজমিনে দেখা যায়, উপজেলা সদরে শিয়ালকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক এবং নদীর পাড় পর্যন্ত বিশাল জায়গাজুড়ে পশুর হাট বসেছে। এর ফলে ধাওয়া-ইকড়ি সড়কে যানবাহন চলাচল দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ভোগান্তিতে পথচারীদের চলাচল। বিদ্যালয়ের ১০-১৫ জন ছাত্রকে হাটে টাকা উত্তোলন করতে দেখা গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র জানায়, আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছি। তারা আরও জানায়, বিদ্যালয়ের মাঠে কোরবানির গরুর হাট বসার কারণে মঙ্গলবার থেকে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত বছরও বিদ্যালয় বন্ধ করে হাট বসানো হয়েছেল।

উপজেলা চেয়ারম্যান আতিকুল ইসলাম উজ্জল তালুকদার সাংবাদিকদের জানান, স্থানীয় এমপি ও মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রতি বছর ভাণ্ডারিয়ায় বাজারের ডাক নিয়ে খাজনা পরিশোধ করে দেন, এবারও তাই করা হয়েছে। আর এজন্য বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের কোনো খাজনা দিতে হয় না। কিন্তু বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কথা বলে কর্তৃপক্ষ মাঠে হাট বসিয়ে প্রতিটি গরু থেকে ১০০ টাকা করে আদায় করে বিদ্যালয় কাজেই ব্যয় করছে। অবশ্য তিনি দাবি করে বলেন, আগামীতে যাতে এখানে আর হাট বসতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। হাট থেকে গরু ক্রয় করেছেন এমন অন্তত ১০-১২ জন বলেছেন, ভাণ্ডারিয়া উপজেলা সদরে হাসপাতাল মাঠসহ কয়েকটি খেলার মাঠ রয়েছে। সেখানে কোরবানির পশুর হাট না বসিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠে হাট বসিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা চরম ঘৃণিত কাজ। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উপজেলার নদমূলা গ্রামের জাকির হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের পাকা- ভবন রয়েছে, আসবাবপত্র রয়েছে, তারপরেও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা বলে মাঠে গরুর হাট বসিয়ে টাকা আদায় করা দুর্নীতির শামিল।

এ বিষয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিরন চন্দ্র বসু বলেন, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য মাঠে গরুর হাট বসানো হয়েছে। কোরবানি উপলক্ষে প্রতিবার এই হাট বসানো হয়। প্রতিটি বিক্রি হওয়া গরু থেকে ১০০ টাকা করে নেয়া হয়। ওই টাকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। গরুর হাট বসানোর জন্য বিদ্যালয় বন্ধ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষক নির্বাহী ক্ষমতা বলে বছরে তিন দিন সংরক্ষিত ছুটি ঘোষণা দিতে পারেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জহিরুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষিত ছুটি দিতে পারে। তবে তা জরুরি ও ভালো কাজে দেয়া উচিত। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, বিদ্যালয়ের মাঠে হাট বসানোর বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ।।